4. উড-অ্যাবট রিপোর্ট-এর প্রধান সুপারিশগুলি উল্লেখ করো। (Mention the main recommendations of Wood-Abbot Report.)

Ans. সাধারণ শিক্ষা সম্পর্কীয় রিপোর্ট—

1. বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণিতে শিক্ষাদানের ভার যতদূর সম্ভব বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকাদের উপর অর্পণ করতে হবে। বিদ্যালয়গুলির জন্য যাতে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষিকা পাওয়া যায়, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপক আয়োজন করতে হবে।
2. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের শিক্ষা তাদের স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রবণতার উপর নির্ভরশীল হবে। শিক্ষার জন্য বইয়ের উপর নির্ভরশীল না হয়ে শিশুদের উপযোগিতার ভিত্তিতে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রচলিত সংকীর্ণ পাঠক্রমভিত্তিক শিক্ষা শিশুদের মানসিক গঠনের অন্তরায়।
3. গ্রামাঞ্চলের নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম হবে পরিবেশগত, বিষয়ভিত্তিক। এখানে ইংরেজির ভূমিকা হবে নিতান্ত গৌণ। ইংরেজি ভাষাশিক্ষার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে শিক্ষার্থীদের উপর চাপ সৃষ্টি করা অনুচিত হবে।
4. উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হবে শিক্ষার্থীর মাতৃভাষা। তবে ইংরেজি শিক্ষা এই স্তরে আবশ্যিক হবে। সাধারণ মানের শিক্ষার্থীদের যতদূর সম্ভব ব্যাবহারিকভাবে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হবে। পাশাপাশি উপযুক্ত ও আগ্রহশীল শিক্ষার্থীদের ইংরেজি সাহিত্য অনুশীলনের সুযোগ দিতে হবে। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি সাহিত্যের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।
5. সূক্ষ্ম শিল্প শিক্ষার দিকে সুষ্ঠু মনোযোগ প্রদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক সরবরাহ করা প্রয়োজন।
6. প্রাথমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষকতা করতে হলে, মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করার পর অবিচ্ছিন্ন 3 বছরের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে যথেষ্ট সংখ্যক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।
7. শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য সাধারণভাবে দুটি পর্যায় নির্দিষ্ট থাকবে। শিক্ষকতা গ্রহণের আগে ব্যক্তিকে 'নর্মাল স্কুল' বা 'ট্রেনিং স্কুলে' শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। কিছুদিন শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অর্জনের পর আবার স্বল্পকালের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে, এজন্য 'রিফ্রেশার ট্রেনিং কলেজ' প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

5. ওয়ার্ধা কর্মসূচি সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো। (Write in brief about Wardha Scheme.)

Ans. ভারতবর্ষের প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাসে বুনিয়াদি শিক্ষা কর্মসূচি এক যুগান্তকারী ঘটনা। ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং সাক্ষরতার অভাব জাতির জনক মহাত্মা গান্ধিকে পীড়িত করেছিল। 1931 খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের

Scanned with CamScanner

গোলটেবিল বৈঠকে মহাত্মা গান্ধি ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন এবং এর জন্য তিনি ইংরেজ সরকারকেই দায়ী করেন।

ইতিমধ্যে 1935 খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার আইন অনুযায়ী 1937 খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে স্বায়ত্তশাসনের ভার গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে আন্দোলনের একটি প্রধান দাবি ছিল বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করতে হবে। স্বায়ত্তশাসন গ্রহণ করার পর জাতীয় কংগ্রেসের কাছে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার সুযোগ আসে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান কীভাবে হবে। অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার পাশাপাশি জাতীয় আন্দোলনের আর একটি দাবি ছিল মদ্যপান বন্ধ করা। আর্থিক দিক থেকে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং 'মদ্যপান বন্ধ' পরস্পর বিরোধী। মদ্যপানের বিরোধিতায় অর্থের উৎসে ভাটা পড়ে এবং বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজন হয় প্রচুর অর্থ। এই বিভ্রান্তির মধ্যে মহাত্মা গান্ধি এক নতুন শিক্ষাব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেন। যার মুল কথা হল সরকারি কোশাগার থেকে অর্থব্যয় না করে গান্ধিজির মতে, সাত বৎসরের সর্বজনীন অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা সম্ভব। শিক্ষাকে এমনভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে হবে যেখানে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ও উৎপাদনমূলক হাতের কাজ শেখানো হবে যার মাধ্যমে শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা সম্ভব হবে। গান্ধিজি এই বৈপ্লবিক শিক্ষাব্যবস্থা 1937 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সেটি পরবর্তী সময়ে বুনিয়াদি শিক্ষা ওয়ার্ধা কর্মসূচি বলে গণ্য করা হয়।

16. বুনিয়াদি শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো। (Write the characteristics of Basic Education.)

Ans. বুনিয়াদি শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- 7 থেকে 14 বছর পর্যন্ত সমস্ত ছেলেমেয়েদের জন্য সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষা।
- এই স্তরে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হবে না, এখানে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে।
- শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য ও স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী কোনো একটি নির্দিষ্ট শিল্পকে কেন্দ্র করে সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হবে। বুনন বা হাতে কাটা সুতা, চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ, সেলাই, কৃষি, বাগান তৈরি, মৎস্যচাষ প্রভৃতিকে নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে।
- এই সমস্ত শিল্পকে কেন্দ্র করে তারা অর্থ উপার্জন করবে এবং নিজেদের শিক্ষার ব্যয় তারা নিজেরাই বহন করবে।
- এখানে গান্ধিজি অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন।

Scanned with CamScanner

- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য এবং নাগরিকতা শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হবে।
- যতদূর সম্ভব পাঠ্যপুস্তককে পরিহার করতে হবে।
- বুনিয়াদি শিক্ষা কেবলমাত্র শিশুদের শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। পিতামাতার শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রাপ্তবয়স্ক, স্ত্রীলোক এবং হরিজনদের শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত হবে।
- বাহ্যিক মূল্যায়নের পরিবর্তে দৈনন্দিন কার্যাবলির প্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন হবে।
- বুনিয়াদি শিক্ষার কাঠামোয় চারটি স্তর থাকবে—(ক) প্রাক্-বুনিয়াদি স্তর (সাত বছরের পূর্ব পর্যন্ত), (খ) জুনিয়র বেসিক স্তর (সাত থেকে দশ বছর), (গ) সিনিয়র বেসিক স্তর (এগারো থেকে চোদ্দো বছর), (ঘ) পোস্ট বেসিক স্তর (চোদ্দো বছরের পর)।

7. বুনিয়াদি শিক্ষার পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দাও। (Give description about subsequent period of Basic Education.)

Ans. যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ভারতে শিক্ষাপরিকল্পনা রচনার জন্য 1944 খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার স্যার জন সার্জেন্টের সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। এই কমিটি সার্জেন্ট কমিটি নামে পরিচিত। এখানে বুনিয়াদি শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বলে মেনে নেওয়া হয়।

1955 খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার পুনরায় একটি কমিটি গঠন করেন, বুনিয়াদি শিক্ষার বিকাশ কতখানি হচ্ছে তা দেখার জন্য।

এই কমিটি নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি দেয়—

- বিভিন্ন রাজ্যে Post graduate basic college স্থাপন।
- বুনিয়াদি শিক্ষার জন্য একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা।
- বুনিয়াদি শিক্ষার সমস্যা ও সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা মূল্যায়নের জন্য কমিটি গঠন।
- বুনিয়াদি শিক্ষাপরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার পারস্পরিক যোগাযোগ।

1964 খ্রিস্টাব্দে কোঠারি কমিশনেও বুনিয়াদি শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই কমিশনে বুনিয়াদি শিক্ষার তিনটি প্রাথমিক মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

- কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা ও উৎপাদনশীল কাজে অংশগ্রহণ।
- সমাজসেবার বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলা।
- ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব গঠন।

এরজন্য যে পাঠক্রমের কথা বলা হয় তা হল—(i) সাফাই ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, (ii) কৃষি, (iii) শিল্পশিক্ষা, (iv) গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ, (v) বন্যাত্রাণ এবং খরাত্রাণ ইত্যাদি সমাজসেবায় অংশগ্রহণ, (vi) বিদ্যালয়ের প্রার্থনায়

Scanned with CamScanner

এ ছাড়াও সামাজিক শিক্ষাক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে NSS পরিকল্পনা রাখার কথা বলা হয়। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং Orientation-এর কথা বলা হয়।

8. বুনিয়াদি শিক্ষার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি লেখো। (Write the merits and demerits of Basic Education.)

Ans. বুনিয়াদি শিক্ষার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি হল—

1. বই পড়া বা বক্তৃতার মাধ্যমে না গিয়ে কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী অনেক তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি শিখে নিতে পারে।
2. নিজের হাতে শিল্প সম্পাদনের দ্বারা শিক্ষার্থীর মধ্যে সামাজিক কল্যাণবোধ জন্মায়।
3. শিল্পজাত দ্রব্যটি বিক্রয় করে শিক্ষার্থী অনেকাংশে স্বনির্ভর হতে পারে। যদিও এ সম্পর্কে নানা বিরূপ সমালোচনা হচ্ছে।
4. শিল্পের মধ্য দিয়ে শিক্ষার ফলে শিক্ষা একঘেয়েমি বা আনন্দহীন হয় না।
5. কায়িক শ্রমকে মর্যাদা দিয়ে পরিশ্রমের মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।
6. বাস্তবধর্মী শিক্ষা। এই ব্যবস্থা শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর জীবনের মধ্যে সত্যকারের যোগসূত্র স্থাপিত হয়।
7. শিক্ষার্থী তার শিক্ষা জীবনের শিল্পকে ভবিষ্যৎ জীবনে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করতে পারে।
8. মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করা হয়েছে।
9. কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা, বন্ধুপ্রীতি, আত্মসংযম, মিতাচার, আত্মত্যাগ প্রকৃত সদ্‌গুণগুলি বিকশিত হয়।
10. কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করে বলে শিক্ষার্থী তার সাফল্যের আনন্দ লাভ করেও থর্নডাইকের ফললাভের সূত্র অনুযায়ী শিখন স্থায়ী হয়।

অনুজ্জ্বল দিক (Demerits)

1. একটি মাত্র শিল্পের মধ্যে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাকে সীমাবন্ধ রাখার ফলে অনেক সময় তার কর্মতৎপরতা ব্যাহত হতে পারে ও তার সৃজনশক্তির পূর্ণ বিকাশলাভ করতে পারে না।
2. অনুবন্ধ পদ্ধতি বুনিয়াদি শিক্ষার প্রধানতম ভিত্তি। তবে এর কার্যকারিতা ব্যাপারে সন্দেহ আছে। একটিমাত্র শিল্পের মাধ্যমে সমস্ত বিষয়কে অনুবন্ধ পদ্ধতিতে আনা যায় না।
3. অনুবন্ধ পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত শিক্ষকের অভাব।

Scanned with CamScanner

4. একটি বিশেষ শিল্পে শিক্ষাব্যবস্থাকে সীমাবদ্ধ রাখার ফলে শিক্ষার বহুমুখী চাহিদা অতৃপ্ত থেকে যায় ও তার মানসিক অনুভূতিমূলক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়।
5. স্বনির্ভরতার প্রশ্নটি অবৈজ্ঞানিক ও অবাস্তব। এই আদর্শ কার্যকর হলে স্কুল Factory-তে রূপান্তরিত হতে বাধ্য।
6. ইংরেজিকে কোনো স্থান দেওয়া হয়নি। এটি ঠিক যুক্তিযুক্ত নয়।
7. এই শিক্ষাব্যবস্থা গ্রাম্য পরিবেশের উপযোগী, শহরের নয়। গ্রামের পরিবেশ অনুযায়ী শিল্প নির্বাচন সম্ভব।

9. সার্জেন্ট রিপোর্ট-এর প্রেক্ষাপটটি আলোচনা করো। (Discuss the background of Sargent Report.)

Ans. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর 1944 খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে বাটলার আইন শিক্ষাক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। তাই ভারতবর্ষেও শিক্ষা পুনর্গঠনের জন্য যুদ্ধোত্তরকালের পরিকল্পনা রচনার প্রয়োজন অনুকূল হতে থাকে। এই সময়ে স্যার জন সার্জেন্ট ছিলেন ভারত সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা। তাঁকে চেয়ারম্যান করে যুদ্ধোত্তর ভারতীয় শিক্ষার অবস্থা পর্যালোচনা এবং পরামর্শদানের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি সার্জেন্টের সক্রিয় ভূমিকায় 1944 খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে একটি খসড়া পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। এটি সার্জেন্ট রিপোর্ট হিসেবে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে এই রিপোর্টটিকে বলা হয় যুদ্ধ পরবর্তী ভারতের শিক্ষা উন্নয়ন (Post-War Educational Development in India)। ভারতের শিক্ষা সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সংস্থা এ যাবৎ যে সমস্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন বস্তুত সার্জেন্ট রিপোর্ট হল সেই সব সিদ্ধান্তগুলির সর্বসম্মত, সংহত ও পূর্ণাঙ্গ রূপ।

সার্জেন্ট রিপোর্ট কোনো নতুন পরিকল্পনা নয় এবং 1917 খ্রিস্টাব্দের স্যাডলার কমিশনের সময় থেকে যেসব কমিটি গঠিত হয়েছিল তাদের সুপারিশ এবং তদানীন্তন বিভিন্ন পরিকল্পনার সমন্বয়ে জাতীয় শিক্ষার ব্যাপক পরিকল্পনাটি রচিত হয়। লক্ষ্য ছিল 40 বছরের চেষ্টায় ভারতীয় শিক্ষার মানকে সমসাময়িক ইংল্যান্ডের শিক্ষামানের সমপর্যায় করে তোলা।

10. সার্জেন্ট রিপোর্ট-এর অবদান সম্পর্কে লেখো। (Write about the contribution of Sargent Report.)

Ans. সার্জেন্ট রিপোর্ট-এর অবদান হল—

(i) সার্জেন্ট পরিকল্পনা পরাধীন ভারতের শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। স্যার জন সার্জেন্ট যুদ্ধোত্তর ভারতের জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা রচনার সময় সেই সময়কার ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতা এবং শাসক শ্রেণির দীর্ঘ অবহেলা, এই দুটি বিষয়ের উপরই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই তাঁর সুপারিশের পরিধি শিক্ষার

Scanned with CamScanner